দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1 8 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শেরপুরে উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাতের তদন্ত ও বিচার হোক

গত ২৬-৯-২০০৬ তারিখে শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির টাকা বণ্টন করা হয়। উপবৃত্তিধারী যেসব ছাত্রীর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় ৪৫%-এর কম নম্বর ছিল, তাদের উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয়নি। এছাড়া যে ৩০/৪০ জন উপবৃত্তিধারী ছাত্রী ঐদিন অনুপস্থিত ছিল তাদেরও পরবর্তী সময়ে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয়নি। অথচ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এরা সবাই উপবৃত্তি পাবার যোগ্য। পরে ৬০/৭০ জন ছাত্রীর স্বাক্ষর জাল করে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করার সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, উপবৃত্তি অফিসার কিংবা রূপালী ব্যাংক, শেরপুর শাখার সংশ্লিষ্ট কেউ কোনো প্রতিবাদ না করায় জালিয়াতির ঘটনাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের উপবৃত্তিধারী ৩০% ছাত্রীকে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হচ্ছে না। ঐসব ছাত্রীর স্বাক্ষর জাল করে উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকগণ প্রতিবাদ করলে তাঁদের চাকরিচ্যুত করার এবং সরকারি অনুদান বন্ধের হুমকি দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করা হয়। এভাবে শেরপুরের গরিব ও মেহনতি মানুষের কন্যাসন্তানেরা শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন এই যে, উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাতের তদন্ত ও বিচার করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

মো. আকরাম হোসেন,
সভাপতি, শেরপুর জেলা রিকসা শ্রমিক ইউনিয়ন, শেরপুর।